সংবাদ

তারিখ: ২১ মার্চ ২০১৫
পৃষ্ঠা: ২৩ কলাম: ৪

নাটোর সরকারি বালক বিদ্যালয়

ভুল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের অভিযোগে অভিভাবকদের বিক্ষোভ সমাবেশ

প্রতিনিধি, নাটোর

নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় সিলেবাস বহির্ভূত ও ভুলে ভরা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এ অভিযোগে গত শনিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কক্ষ অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অভিভাবকরা শান্ত হন। এ নিয়ে নাটোরের জেলা প্রশাসক বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিভাবকদের অভিযোগে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশ্নপত্রে অসংখ্য ভুলসহ সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন থাকছে। এ বিষয়ে শিক্ষকদের জানানো হলে তারা ভুলগুলো পরীক্ষা কেন্দ্রেই সংশোধন করে দেন।

এতে শিক্ষার্থীরা সময়মতো প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ করতে পারছে না। বিষয়টি বারংবার বলা সত্ত্বেও প্রতিদিনই ভুলে ভরা ও সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নপত্র দেয়া হয়েছে। এর আগে বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষায় সিলেবাস বহির্ভূত এবং ভুলে ভরা প্রশ্নপত্র দেয়া হয়। প্রশ্ন বুঝতে না পেরে শিক্ষার্থীদের অনেকেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি।

বিষয়টি সম্পর্কে তাগিদ দেয়ার পরও শনিবার তৃতীয় শ্রেণীর গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে অসংখ্য ভুলসহ সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নপত্র দেয়া হয়। পরীক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে তাদের অভিভাবকে জানালে অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে নাটোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ও নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন বিদ্যালয়ে গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে অভিভাবরা শান্ত হন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসিনা বানু তৃতীয় শ্রেণীর গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সিলেবাসের বাহিরে প্রশ্ন থাকার বিষয়টি স্বীকার করে জানান, বিষয়টি সম্পর্কে শ্রেণী শিক্ষকের কাছে তাৎক্ষণিক জানতে চাওয়া হয় এবং তাকে নোটিশ করা হয়েছে। আগামীতে এ ধরনের আর যাতে ভুল না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ভুল ও সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নের বিষয়ে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

এ ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য জেলা প্রশাসক জাফর উল্লাহ তাকে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই তদন্ত কমিটির দেয়া প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে প্রশ্নপত্রে ভুলগুলো আগেই সংশোধন করে নিতে বলা হয়েছে।